ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক ই পেপার

সারাদিনে

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

Digital media act No. : DM /34/2021 ● Gov of India Reg No : WB18D0018520 (UAN) ● Website : https://epaper.newssaradin.live/ বর্ষ ঃ ২ সংখ্যা ঃ ২৩৭ ● কলকাতা ● ১০ ভাদ্র, ১৪৩০ ● সোমবার ● ২৮ আগস্ট, ২০২৩ পৃষ্ঠা - ৬ ২ টাকা

সুহানার প্রথম ইন্টারভিউ, কী বলছেন শাহরুখ-গোরী

পৃঃ ৫

মাত্র এক ভোট পেলেন এমবাপ্পে!

পৃঃ ৬

বিশ্ব সেবাশ্রমে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা

শ্রী সমীরেশ ব্রক্ষচারীর সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : শ্রী সমীরেশ্বর ব্রক্ষচারী তিন বছর বয়স থেকে তিনি মাটির মূর্তি বানাতেন। মাটির ছোট গুনা নিয়ে চাল ফুটিয়ে কালী মাকে ভোগ দিতেন পূজা করতেন। ছোট বালকের অবাক করা কাণ্ড দেখে প্রতিবেশীরা সভায় বিস্মিত হয়ে যেতেন। খেলার বন্ধু রাজু, বিশ্বজিৎ, হায়দার সঙ্গে ধ্যান ধ্যান ও খেলতেন। একদিন খেলার সাথী সমবয়সী বন্ধু বিশ্বজিৎকে শ্রী সমীরের ওই চার বছর বয়সে শক্তি মন্ত্র দীক্ষা দিলেন। এইভাবে ক্রমে ক্রমে বার্ত লাগলো তার ভক্ত অনুগামী সংখ্যা। গ্রীস্মের জলশত্র শিবিরের মাধ্যমে পানীয় জল বিতরণ, মানুষের সেবায় নিয়োজিত থাকে সর্বদাই, একদিন ভক্তদের মাঝে ধর্ম কথা বলতে বলতে বালক ঠাকুর বলেন আমি এমন এক সঙ্গ প্রতিষ্ঠা করব যা বাংলা নয়, ভারত নয়, বিশ্বকে দিশা ও পথ দেখাবে। তার নাম হবে বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ । সত্যিই আজ তিনি বিশ্বের সেবাশ্রম সংঘ প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তার কাছে আশীর্বাদ নিতে ছুটে এসেছেন ভারতের রাষ্ট্রপতি দ্রৌপদী মুর্মু ,দেশের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তার কথা

এরপর ৩ পাতায়

টি এম সির স্বার্থ জড়িয়ে আছে, তাই বেআইনি বাজি

কারখানার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করবে না পুলিশ

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : বাজি ক্লাস্টার তৈরির নামে প্রকাশ্যে নাটক করেছে সরকার, তাই নীলগঞ্জের বিস্ফোরণে মরতে হল মানুষকে। রবিবার এক এক্স বার্তায় এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এমনকী এই বেআইনি বাজি কারখানাগুলির পিছনে তৃণমূল নেতারা রয়েছেন বলে দাবি করেছেন তিনি।এই ঘটনা নিয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা বালুরঘাটের সাংসদ সুকান্ত মজুমদার বলেন, 'রাজ্যে আইন শৃঙ্খলা বলে কিছু অবশিষ্ট নেই। যেখানে সেখানে বাজি কারখানার আড়ালে বোমা তৈরি হচ্ছে। পুলিশ - প্রশাসন টাকা খেয়ে চুপ করে আছে।'রবিবার দুপুরে শুভেন্দুবাবু ঘটনাস্থলের একাধিক ভিডিয়ো শেয়ার করে লেখেন, 'আরও একটা দিন, পশ্চিমবঙ্গে আরও একটা বিস্ফোরণ।অবার উত্তর ২৪ পরগনার দত্তপুকুরে। দেহের সংখ্যা গোনার কাজ চলছে। সম্ভবত তা ১০ পার করবে।১৬ মে পূর্ব মেদিনীপুরের এগরার খাদিকুলে তৃণমূলের ভানু বাগের বোমা তৈরির কারখানায় বিস্ফোরণের পর পশ্চিমবঙ্গ সরকার বাজি শিল্পকে নিয়ন্ত্রণের ব্যাপারে বড় বড় কথা বলেছিল। তারা জানিয়েছিল, এই ধরণের বেআইনি বাজি কারখানা আর থাকবে না এবং মন্ত্রিসভা সবুজ বাজির ক্লাস্টার তৈরির ব্যাপারে সিদ্ধন্ত নিয়েছে। সেজন্য মুখ্যসচিবের নেতৃত্বে একটি কমিটি তৈরি করা হয়েছিল।' শুভেন্দু লিখেছেন, 'এখন মনে হচ্ছে গণরোষ প্রশমিত করতে তখন নাটক করা হয়েছিল। পশ্চিমবঙ্গ সরকার তার পর থেকে এব্যাপারে কোনও পদক্ষেপ করেনি। তারা এবারও পদক্ষেপ করবেও না। বরং চুপচাপ বসে সংবাদমাধ্যমের ততপরতা থামার অপেক্ষায় থাকবে। কারণ বেআইনি বাজি কারখানাগুলির সঙ্গে তৃণমূলের স্বার্থ জড়িয়ে আছে। যে কোনও বিধি নিষেধ তৃণমূলের গুন্ডারা মেনে নেবে না।'

মৃত্যুদণ্ড' দ্রুত কার্যকরে সওয়াল

বিজেপি সাংসদের, নয়া দণ্ডবিধি নিয়ে বৈঠক সংসদে

নয়াদিল্লি: নিউজ সারাদিন : ফাঁসির সাজাপ্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আগামী দিনে কি আরও কড়া আইন আনতে চলেছে কেন্দ্রের নরেন্দ্র মোদি সরকার? এমন সম্ভাবনাই উস্কে দিয়েছে ভারতীয় দন্ড বিধির নয়া তিন বিল।তাতে বৈঠকে হাসির পরিবেশ তৈরি হলেও অধিকাংশ জনই তাঁকে সমর্থন করেছেন। এমনকী কংগ্রেস সাংসদ দ্বিগ্বিজয় সিং-ও দিলীপের পিঠ চাপড়ে দিয়ে সমর্থন করেছেন। মানুষকে আইনের 'ভয়' থেকে বার করে আনতে হবে এই কথার উপরই দিলীপ এদিন বারবার জোর দিয়েছেন।গত বৃহস্পতিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত সংসদের স্বরাষ্ট্র বিষয়ক স্থায়ী কমিটির বৈঠকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র সচিব অজয় ভাল্লার উপস্থিতিতে তিন বিলের উপর আলোচনা চলছে।তাতে কমিটির সদস্য শাসক, বিরোধী উভয় পক্ষের সাংসদরাই বিলের উপর নিজেদের মতামত ও সুপারিশ তুলে ধরেছেন।সূত্রের খবর, বৈঠকের শেষদিনে শাসক দল বিজেপির এক সাংসদ মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীদের সাজা কার্যকর করার ক্ষেত্রে আইনি জটিলতার কারণে যে দীর্ঘসূত্রিতার পরিস্থিতি তৈরি হয় তার সমাধান নতুন বিলে থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলে মত প্রকাশ করেছেন। সঙ্গে এও সুপারিশ করেছেন যে,

এরপর ৩ পাতায়

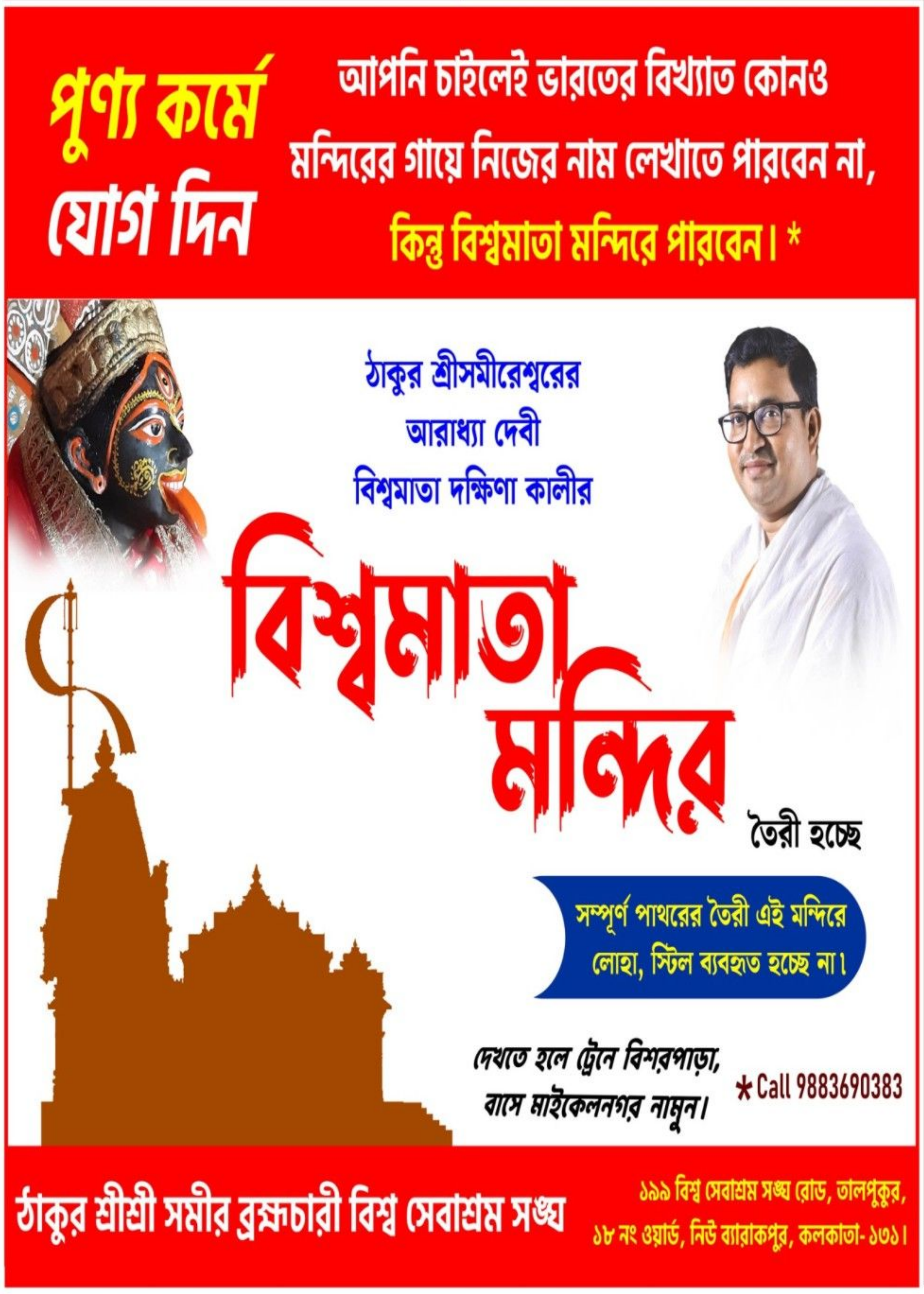

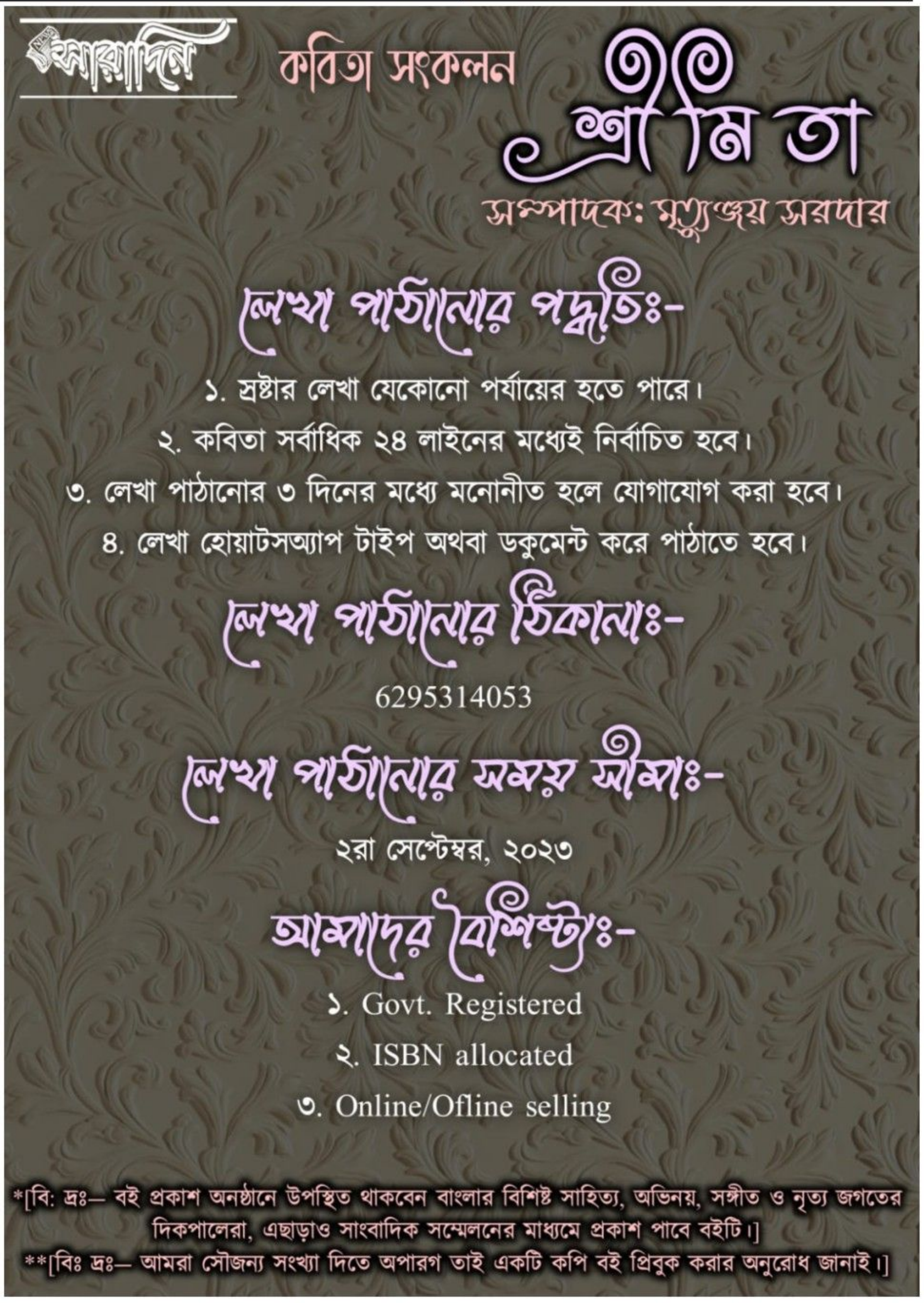

৭ বিধানসভার উপনির্বাচনের

৪টিতে 'ইন্ডিয়া'র প্রার্থী, বাকিগুলিতে শরিকি লড়াই

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : আগামী ৫ সেপ্টেম্বর দেশের ছয় রাজ্যের সাতটি বিধানসভায় উপনির্বাচনের জন্য ভোট নেওয়া হবে । এরমধ্যে তিনটি আসনে আগের বার বিজেপি জিতেছিল। বাকি চারটিতে বিরোধীরা। ত্রিপুরায় উপনির্বাচন হচ্ছে দুটি আসনে। বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির ফলে সেখানে তৃণমূল প্রার্থী দেয়নি। কিন্তু তিপ্রা মথার সঙ্গে বাম-কংগ্রেসের বোঝাপড়া এখনও দানা বাঁধেনি। উল্টে তিপ্রা মথার প্রধান প্রদ্যোত কিশোর মাণিক্য দেববর্মণের সঙ্গে দিল্লিতে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বৈঠকের পর ওই দলের সঙ্গে বাম-কংগ্রেসের বোঝাপড়ার সম্ভাবনা কম বলেই মনে করা হচ্ছে। ভোটেরও আর দেরি নেই।

আবার ইন্ডিয়া জোটের প্রার্থী হিসাবেই ঝাড়খণ্ডের একটি আসনে লড়াই করছেন ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চার প্রার্থী। কংগ্রেস, আরজেডি সমর্থন করছে জেএমএম প্রার্থীকে।এই ছয় রাজ্যের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ, কেরল ও উত্তরাখণ্ডে ইন্ডিয়া জোটের শরিক দলগুলি পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়াই করছে। পশ্চিমঙ্গের ধূপগুড়ি আসনে উপনির্বাচন হচ্ছে বিজেপির বিধায়ক বিষ্ণুপদ রায়ের মৃত্যুতে। উপনির্বাচনে বিজেপি সেখানে প্রার্থী করেছে কাশ্মীরের পুলওয়ামায় জঙ্গি হামলায় নিহত জনন্নাথ রায়ের স্ত্রী তাপসী রায়কে।

সেখানে লড়াইয়ে আছে তৃণমূল এবং বাম-কংগ্রেসের প্রার্থীরাও। তৃণমূল প্রার্থী করেছে রাজবংশী সম্প্রদায়ের মুখ নির্মলচন্দ্র রায়কে। অন্যদিকে, বাম-কংগ্রেসের প্রার্থী লোকসঙ্গীত গায়ক ঈশ্বরচন্দ্র রায়। ত্রিমুখী লড়াইয়ে হার-জিতের ফল কী হবে বলা মুশকিল। তিন শিবিরই জোরদার প্রচার করছে। শনিবার ধূপগুড়ি শহরে বড় পদযাত্রা করে বাম-কংগ্রেস।

সবচেয়ে আকর্ষণীয় লড়াই হচ্ছে উত্তর প্রদেশের ঘোসি আসনে। সেখানে বিজেপির প্রার্থী দারা সিং চৌহান দেড় বছর আগে সমাজবাদী পার্টির টিকিটে জিতেছিলেন। কিন্তু এসপি সুপ্রিমো অখিলেশ যাদবেব সঙ্গে মনোমালিন্যের কারণে তিনি দল ছাড়েন। বিধায়ক পদ থেকেও ইস্তফা দেন। তিনিই উপনির্বাচনে বিজেপির প্রার্থী। সমাজবাদী পার্টি প্রার্থী করেছে সুধাকর সিংহকে। সেখানে কংগ্রেস প্রার্থী দেয়নি। তারা সমর্থন করছে সমাজবাদী পার্টিকে। ইন্ডিয়া জোটে না থাকলেও প্রার্থী দেয়নি মায়াবতীর বহুজন সমাজবাদী পার্টিও। ফলে ওই আসনে বিজেপির সঙ্গে জোর লড়াই হচেছ ইন্ডিয়া জোটের।আবার ইন্ডিয়া জোটের দুই শরিক কংগ্রেস ও সিপিএমের হাড্ডাহাড্ডি লড়াই হচ্ছে কেরলের পুথুপল্লি আসনে। কংগ্রেসের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী প্রয়াত ওমেন চান্ডি ওই আসন থেকে ৫০ বছর সেখানকার বিধায়ক ছিলেন। কংগ্রেস সেখানে প্রার্থী করেছে ওমেন চান্ডির ছেলেকে। সিপিএমের প্রার্থী দলের এক যুব নেতা। তৃতীয় প্রার্থী বিজেপির। তবে বাম-কংগ্রেসের লড়াইয়ের জেরে সেখানে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনা কম।

উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বেরের লড়াই আবার ভিন্ন। কংগ্রেস উত্তর প্রদেশে সমাজবাদী পার্টির সমর্থনে ঘোসি আসনে প্রার্থী না দিলেও উত্তরাখণ্ডের বাগেশ্বরে দুই দলের লড়াই হচ্ছে। ওই আসনের বিজেপি বিধায়কের মৃত্যুতে উপনির্বাচন হচ্ছে। সেখানে ইন্ডিয়া জোটের অন্যতম দুই শরিক কংগ্রেস ও সমাজবাদী পার্টির লড়াইয়ে বিজেপির জয়ের রাস্তা সহজ হয়ে গিয়েছে বলে ওয়াকিবহাল মহল মনে করছে।

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে রাজ্য পুলিশের ডিজি,

দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর বৈঠক!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রবিবার ভরসন্ধেয় মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে পৌঁছলেন রাজ্য পুলিশের ডিজি মনোজ মালব্য এবং কলকাতা পুলিশের সিপি বিনীত গোয়েল। সূত্রের খবর, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ও মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতেই রয়েছেন।

এরপর ৩ পাতায়

নীলগঞ্জ যেন আস্ত একটা মৃত্যুপুরী!

বারাসতের বিস্ফোরণস্থলে সি আই ডি বম্বস্কোয়াড

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : রবিবার সকাল ১০টা। হঠাত করেই বিস্ফোরণের কান ফাটানো শব্দে কেঁপে উঠল বারাসতের নীলগঞ্জ এলাকা। ঘটনায় এখনও পর্যন্ত ১২ জনের মৃত্যুর আশঙ্কা। হাসপাতালে বাড়ছে আহত শিশু এবং মহিলার সংখ্যা। হতাহতের সংখ্যা এগরার ঘটনাকে ছাপিয়ে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা। এলাকায় পৌঁছেছে সিআইডি-র বম্ব স্কোয়াড।ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে সিআইডি-র বোম্ব ডিনপোজাল স্কোয়াড। এলাকায় আর কোথাও কোনও বিস্ফোরক মজুত রয়েছে কিনা, সেটাই খতিয়ে দেখবেন তাঁরা। পাশাপাশি, সেখানে কী ধরনের রাসায়নিক ব্যবহার করা হত, কী ধরনের বাজি তৈরি হতো, নাকি বোমা তৈরিরও কারবার চলত, এখন সেগুলি খতিয়ে দেখতে চান তদন্তকারীরা।

স্থানীয় সূত্রের খবর, বিস্ফোরণের তীব্রতায় উড়ে যায় সংশ্লিষ্ট বাড়ির ছাদ। চারপাশে ছড়িয়ে ছিটিয়ে যায় মৃতদেহ। পাশের বাড়ির চিলেকোঠা থেকে, গাছের ডাল, সব জায়গা থেকেই উদ্ধার হচ্ছে ক্ষতবিক্ষত দেহ। আশপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িও ক্ষতিগ্রস্ত হয় এই ঘটনায়। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ তুলেছেন বহু দিন ধরেই বেআইনি ভাবে এই বাজি কারখানা চলছিল। ঘটনার পরে শ্লোগানও তোলেন এলাকার বিক্ষুব্ধ বাসিন্দারা। আঙুল তোলেন এলাকার বিধায়ক তথা রাজ্যে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষের বিরুদ্ধে।ঘটনার পর পরই এদিন ঘটনাস্থলে পৌঁছন পুলিশ সুপার এবং ডিআইজি। পুলিশ সুপার বলেন, "এই ঘটনায় যাঁরা যুক্ত আমরা ব্যবস্থা নেব। এখনও পর্যন্ত ২ জনকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। কজন মারা গিয়েছে হাসপাতালে থেকে জেনে তারপর বলব। ঘটনা একটা ঘটেছে। তাতে আইন শৃঙ্খলা আমরা দেখেছি..।" দমকলবাহিনী সূত্রের দাবি, এখনও পর্যন্ত ৫ জনের দেহ উদ্ধার হয়েছে। তবে স্থানীয়দের বক্তব্য মৃতের সংখ্যা ১২ ছাড়িয়েছে।

অভিষেকের প্রকাশ্য সভা, ছাত্র সংগঠনের সমাবেশে

অনেক জবাব মিলতে পারে সোমবার

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : জনসভায় বক্তৃতা করতে চলেছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার তৃণমূল ছাত্র পরিষদের জনসভায় বক্তৃতা করবেন তিনি। ওই সভায় বক্তৃতা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও। তৃণমূল সূত্রের খবর, ধর্মতলার মেয়ো রোডে দুপুর নাগাদ ওই সভাটি শুরু হবে।তৃণমূলের ২১ জুলাইয়ের সভার পরে আরও কোনও সভা বা দলের প্রকাশ্য কর্মসূচিতে অংশ নিতে দেখা যায়নি অভিষেককে। গত ২৬ জুলাই তিনি চোখের চিকিতসার জন্য আমেরিকা উদ্দেশে রওনা হন। গত সপ্তাহে অভিষেক দেশে ফেরেন। তাঁর কলকাতায় ফেরার দু'দিনের মাথায় লিপ্স অ্যান্ড বাউন্ডসের অফিস-সহ কয়েকটি জায়গায় তল্লাশি চালায় ইডি। যা নিয়ে সরব হতে দেখা গিয়েছে তৃণমূলনেত্রী মমতাকে। অভিষেক সরাসরি এ নিয়ে কিছু না বললেও, নিজের 'এক্স' হ্যান্ডলে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর একটি ভিডিয়ো পোস্ট করে নারদ মামলার প্রসঙ্গ টেনে আনেন। যা নিয়ে শুভেন্দুর সঙ্গে তাঁর একপ্রস্থ 'এক্স' যুদ্ধ চলে। কয়েক দিন আগে ইডির একটি চিঠিতেও অভিষেকের নাম উল্লেখ করা হয়। এই অবস্থায় প্রায় এক মাস আট দিন পরে আবার প্রকাশ্যে সভা করবেন ডায়মন্ডহারবারের সাংসদ।সেখানেই ছাত্রদের উদ্দেশে বক্তৃতা করবেন মমতা এবং অভিষেক। এর আগে তৃণমূলের ২১ জুলাই কর্মসূচিতে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদককে প্রকাশ্য মঞ্চে দেখা গিয়েছিল। সোমবার আবার তাঁকে দলীয় সভায় দেখা যাবে।তৃণমূল কর্মী এবং সমর্থকদের একাংশ মনে করছেন, এই সভা থেকে অনেক জবাব দিতে পারেন অভিষেক। সম্প্রতি ইডির তল্লাশি অভিযান নিয়ে সরব হতে পারেন তিনি। শুভেন্দুর সঙ্গে 'এক্স' যুদ্ধের বিষয় যেখানে শেষ হয়েছিল, তার পর থেকে বিষয়টি নিয়ে আবার মন্তব্য করতে পারেন তৃণমূল নেতা। স্কুল এবং পুরসভার নিয়োগ দুর্নীতির মামলায় সিবিআই এবং ইডি তদন্ত নিয়ে কেন্দ্রকে জবাব দিতে পারেন অভিষেক। নিয়োগ দুর্নীতি মামলা থেকে নিষ্কৃতি পেতে ইতিমধ্যে তিনি হাই কোর্টের দ্বারস্থ হয়েছেন। উচচ আদালতে মামলার শুনানি শেষ হয়েছে। আগামী ৫ সেপ্টেম্বর রায় ঘোষণা করবে উচ্চ আদালত। ফলে তার আগে এই বিষয়টি নিয়ে কিছু বলতে পারেন অভিষেক। এ ছাড়া আগামী বছর লোকসভা ভোটকে মাথায় রেখে ছাত্র এবং যুবদের ভোটকেন্দ্রিক বার্তা দিতে পারেন তিনি। প্রয়োজনে তাদের জন্য কর্মসূচিও বেঁধে দিতে পারেন দলের সাধারণ সম্পাদক।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত',

(১০৪ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

(প্রথম পর্ব)

আমার পরিবারবর্গ, নমস্কার। 'মন কি বাত'-এর এই আগস্ট মাসের পর্বে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আমার ঠিক মনে পড়ছে না, যে কখনো শ্রাবণ মাসে, দু -দু বার মন কি বাত এর অনুষ্ঠান হয়েছে কিনা। কিন্তু এই বারে ঠিক এমনটাই ঘটছে। শ্রাবণ মানেই মহাশিবের মাস। উৎসব ও আনন্দের মাস। চন্দ্রযানের সাফল্য এই উৎসবের পরিবেশ ও আনন্দকে কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। তিন দিনেরও বেশি হয়ে গেছে চন্দ্রযান চাঁদে পৌঁছেছে। এই সাফল্য এতটাই বড় যে এর যত চর্চা করব ততই যেন কম হয়ে যাবে। আজ যখন আপনাদের সঙ্গে কথা বলছি তখন আমার লেখা একটি কবিতার কিছু অংশ মনে পড়ে যাচ্ছে- দিগন্তে কার উচ্চশির?

মেঘের মুলুক ধরছে চির উষার লালীর শপথ নিয়ে। দিনমণি ওই যে এলো। অটল হয়ে এগিয়ে চলা। সংকটেরে দমন করা। ঘন আধার রুখে দিতে।

এরপর ৩ পাতায়

সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে নিখোঁজ দুই কিশোর,

ঘটনাস্থলে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ

অরূপ ঘোষ,ঝাড়গ্রাম : নিউজ সারাদিন : সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে রবিবার দুপুরে নিখোঁজ গোপীবল্লভপুর দুই নং ব্লকের চোরচিতা গ্রামের দুই কিশোর। নিখোঁজ দুই কিশোরের সন্ধানে গোপীবল্লভপুর দু নম্বর ব্লকের চোরচিতা গ্রামের সুবর্ণরেখা নদীতে তল্লাশি চালাচ্ছেন গ্রামবাসীরা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবেলা দফতরের কর্মীরা।

নিখোঁজ দুই কিশোরের নাম চোরেশ্বর ঘোড়াই (১৫) ও প্রদীপ ঘোড়াই (১৪)। আকাশ ঘোড়াই দশম শ্রেণীর ছাত্র ও প্রদীপ ঘোড়াই নবম শ্রেণীর ছাত্র বলে জানা গেছে। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে চোরচিতা গ্রামে। কয়েকদিন আগে ওই এলাকায় সুবর্ণরেখা নদীতে স্নান করতে গিয়ে দুই যুবকের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনার শেষ এখনো কাটেনি, রবিবার ফের দুই কিশোর স্নান করতে নেমে সুবর্ণরেখা নদীতে তলিয়ে যায়। কিন্তু রবিবার সঙ্গে সাতটা পর্যন্ত তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। ঘটনাস্থলে রয়েছে বেলিয়াবেড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা, ওই দুই কিশোরের সন্ধানে সুবর্ণরেখা নদীতে বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের কর্মীরা তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছেন। কিন্তু তাদের কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি। যার ফলে গোটা এলাকা জুড়ে যেমন চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে, সেই সঙ্গে দুই কিশোরের পরিবারে ও এলাকায় শোকের ছায়া নেমে আসে। স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্য, সুবর্ণরেখা নদী থেকে যেভাবে প্রতিনিয়ত বালি তোলা হচ্ছে তাতেই সুবর্ণরেখা নদীতে তৈরি হচ্ছে বড় বড় গর্ত। যার ফলে প্রতিনিয়ত বহু মানুষ প্রান হারাচ্ছেন।

চুক্তিভিত্তিক মার্কেটিং জানার সাংবাদিক নিয়োগ করা হবে।
সব রাজ্যে,
সব জেলা ও মহকুমাতে।
যে সব মার্কেটিং জানা সাংবাদিকরা কাগজের সঙ্গে যুক্ত হতে ইচ্ছুক ,
যোগাযোগ করুন ৯৫৬৪৩৮২০৩১

বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘ-র প্রতিষ্ঠাতা আচার্য সভাপতি পূজ্য শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী ৩০ তম বার্ষিক সাধারণ সভায় সভাপতির ভাষণ দিচ্ছেন ।

১-ম পাতার পর

মৃত্যুদণ্ড' দ্রুত কার্যকরে সওয়াল বিজেপি সাংসদের, নয়া দণ্ডবিধি নিয়ে বৈঠক সংসদে

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত অপরাধীরা ফাঁসি মকুবের জন্য আবেদন করতে চাইলে তা সাজা ঘোষণার একমাসের মধ্যে করতে হবে এবং তার উপর ফয়সালা করার জন্যও নির্দিষ্ট সময়সীমা ধার্য করারও প্রয়োজন রয়েছে। একমাত্র দেশের রাষ্ট্রপতির কাছে ফাঁসি মকুবের আবেদন করলে সেখানেই কোনও নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকবে না বলেও প্রস্তাব দিয়েছেন ওই বিজেপি সাংসদ ।জানা গিয়েছে, কমিটিতে থাকা বিজেপির অন্যান্য সদস্যরাও এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছেন। সূত্রের খবর, এদিনের বৈঠকে নারী ও শিশুদের ধর্ষণ, শ্লীলতাহানির মতো যে কোনও ধরনের যৌন হেনস্থাকেই গর্হিত অপরাধ হিসেবে দেখা এবং তাতে কড়া শাস্তির ব্যবস্থা নতুন বিলগুলিতে থাকার প্রয়োজন রয়েছে বলে বিশদে আলোচনা হয়েছে। কমিটির সদস্য শাসক ও বিরোধী- উভয় পক্ষের সাংসদরাই এই বিষয়টিতে সহমত হয়েছেন। পাশাপাশি ভুয়া মামলার কারণে সাধারণ মানুষকে যাতে হয়রানির শিকার না হতে হয়, দোষ না করেও আইনি জটিলতার কারণে বছরের পর বছর আদালতের চক্কর কাটতে না হয়, সেদিকে নজর দেওয়ার প্রয়োজন রয়েছে বলে বৈঠকে একাধিক সদস্য সরব হয়েছেন। সূত্রের খবর, এ বিষয়ে বাংলার বিজেপি সাংসদ দিলীপ ঘোষকেই সবচেয়ে বেশি সরব হতে দেখা গিয়েছে। মানুষ যাতে সহজে ন্যায় পেতে পারে তার জন্য আইনের সরলীকরণের প্রস্তাব দিয়েছেন তিনি। সঙ্গে অভিযোগ করেন, তিনি নিজে ভুয়া মামলা নিয়ে ভুক্তভোগী এবং বাংলার সমস্ত আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা হয়েছে এবং অনেক সময় তিনি জানতেও পারেননি। অপরাধ না করেও বছরের পর বছর কিভাবে নিজেকে নির্দোষ প্রমাণ করার জন্য আদালতের দজরজায় দরজায় ঘুরতে হয় তা বোঝাতে এদিনের বৈঠকে গল্পও শুনিয়েছেন তিনি।

১-ম পাতার পর

বিশ্ব সেবাশ্রমে সংঘের প্রতিষ্ঠাতা শ্রী সমীরেশ ব্রক্ষ্মচারীর সঙ্গে কয়েক মুহূর্ত নিউজ সারাদিনের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার

বললেই বা লিখলেই আজকের দিনে দাঁড়িয়ে রামায়ণও মহাভারতের মত মোটা কাব্যগ্রন্থ হয়ে যেতে পারে। তার সঙ্গে আমাদের কাগজের সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কয়েক মুহূর্ত কাটিয়ে এলেন বিশ্ব সেবাশ্রম সংঘ আশ্রম থেকে সঙ্গে ছিলেন এক সমাজকর্মী মাধবী হালদার । স্বামী শ্রী সমীরেশ্বর ব্রক্ষ্মচারী থেকে মৃত্যুঞ্জয় সরদারের লেখা ঈশ্বরী কথা নামে গ্রন্থটি জন্য শুভেচ্ছা বার্তা দিয়েছে। মৃত্যুঞ্জয় সরদারকে আদর করে ভালোবেসে বলেছে, মৃত্যুঞ্জয় তুমি যখন খুশি আশ্রমে এসো ।তোমার জন্য আমি সর্বদাই রয়েছি। তার ভালোবাসার অনুভূতি পেয়ে আজ ধন্য মনে করছে সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার।

২ পাতার পর

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর 'মন কি বাত', (১০৪ তম পর্ব) অনুষ্ঠানের বাংলা অনুবাদ

দিনমণি ওই যে এলো। দিগন্তে কার উচ্চ শির? মেঘের মুলুক ধরছে চির দিনমণি ওই যে এলো। আমার পরিবারবর্গ, তেইশে আগস্ট ভারত এবং ভারতের চন্দ্রযান এই কথাটি প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংকল্পের অরুণোদয় চাঁদেও হতে পারে। মিশন চন্দ্রযান নবভারতের সেই চেতনার প্রতীক, যে প্রতিটি পরিস্থিতিতেই জিততে চায়, এবং যেকোনো পরিস্থিতিতে জয়লাভ করতে পারে। বন্ধুরা, এই মিশনের এমন একটি দিকও আছে যেটি নিয়ে আজকে আমি বিশেষভাবে আপনাদের সঙ্গে চর্চা করতে চাই। আপনাদের হয়তো মনে আছে যে এইবার লালকেল্লা থেকে বলেছিলাম যে আমাদের মহিলাদের নেতৃত্বে উন্নয়নকে রাষ্ট্র চরিত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। যেখানে নারীর শক্তি সামর্থ্যর সঙ্গে জুড়ে যায়, সেখানে অসম্ভবকে সম্ভব করে তোলাটাও কঠিন হয় না। ভারতের মিশন চন্দ্রযান, নারীশক্তিরও একটি জীবন্ত দৃষ্টান্ত। এই গোটা মিশনে বহু মহিলা বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়াররা সরাসরি ভাবে যুক্ত আছেন। এঁরা আলাদা আলাদা সিস্টেমের প্রজেক্ট ডাইরেক্টর, প্রজেক্ট ম্যানেজারের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেছেন । ভারতবর্ষের মেয়েরা অনন্ত মহাকাশকেও চ্যালেঞ্জ জানাচ্ছে। কোন দেশের কন্যা সন্তানেরা যখন উচ্চাকাঙ্ক্ষী হয়ে যায় তখন সেই দেশের সাফল্যকে কে আটকাতে পারে? বন্ধুরা, এই বিশাল উড়ান এই জন্যই সফল হয়েছে কারণ আমাদের স্বপ্নগুলো বড় ছিল আর তাই অনেক বেশি পরিশ্রমও করতে হয়েছে । চন্দ্রযান-তিন এর সাফল্যের পেছনে আমাদের বৈজ্ঞানিকদের সঙ্গে আরো অন্য বিভিন্ন ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সমস্ত অংশ ও প্রযুক্তিগত চাহিদাগুলিকে মেটানোর জন্য বহু দেশবাসীর এখানে ভূমিকা রয়েছে। যখন সকলে একজোট হয়ে চেষ্টা করেছেন, তখন সাফল্যও পেয়েছি। চন্দ্রযান-তিনের এটাই সবচেয়ে বড় সার্থকতা! আমি প্রার্থনা করি আগামীদিনে আমাদের মহাকাশ ক্ষেত্র সকলের প্রচেষ্টায় এভাবেই অজস্র সাফল্য অর্জন করবে! আমার পরিবারবর্গ, সেপ্টেম্বর মাস ভারতের সামর্থের সাক্ষী হতে চলেছে। আগামী মাসে আয়োজিত জি-২০ গোষ্ঠীর নেতৃবৃন্দের শীর্ষ সম্মেলনের জন্য ভারত সম্পূর্ণ প্রস্তুত। এই আয়োজনে অংশ নেওয়ার জন্য ৪০টি দেশের রাষ্ট্র প্রধান এবং অনেক আন্তর্জাতিক সংগঠনের প্রতিনিধিরা রাজধানী দিল্লিতে আসছেন। জি-২০র শীর্ষ সম্মেলনের ইতিহাসে এখনও পর্যন্ত এটি সবচেয়ে বেশিসংখ্যায় অংশগ্রহণ। ভারত নিজের সভাপতির দায়িত্ব পালনের সময় জি-২০ গোষ্ঠীকে আরো বেশি সমন্বয়ের মঞ্চ হিসেবে গড়ে তুলেছে। ভারতের নিমন্ত্রণেই আফ্রিকান ইউনিয়ন জি-২০র সঙ্গে যুক্ত হয়েছে এবং আফ্রিকার মানুষের কণ্ঠ পৃথিবীর এই অতি গুরুত্বপূর্ণ প্ল্যাটফর্ম পর্যন্ত পৌঁছেছে। বন্ধুরা, গত বছর, বালিতে ভারত জি-২০র সভাপতিত্ব পাওয়ার পর থেকে এখনও পর্যন্ত এত কিছু হয়েছে যে তা আমাদের গর্বে ভরিয়ে দেয়। দিল্লিতে বড় বড় অনুষ্ঠান আয়োজন করার ভাবনা থেকে সরে এসে আমরা একে দেশের ভিন্ন ভিন্ন শহরে নিয়ে গিয়েছি। দেশের প্রায় ৬০টি শহরে এর সঙ্গে জড়িত প্রায় ২০০টি বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছে। জি-২০-র প্রতিনিধিরা যেখানেই গিয়েছেন, সেখানেই মানুষ তাঁদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়েছে। এইসব প্রতিনিধি আমাদের দেশের বৈচিত্র্য দেখে, আমাদের প্রাণবন্ত গণতন্ত্র দেখে যথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছেন। ভারত ঠিক কতটা সম্ভাবনাময়, সেটি তাঁরা বুঝতে পেরেছেন। বন্ধুরা, জি-২০ তে আমাদের সভাপতিত্ব হল মানুষের নেতৃত্বে সভাপতিত্ব পিপলস প্রেসিডেন্সি, যেখানে জনসাধারণের অংশগ্রহণের ভাবনা সবার আগে স্থান পায়। জি-২০ তে যে ১১টি বিভিন্ন বিষয়ের গোষ্ঠী ছিল তার মধ্যে শিক্ষা জগত, সুশীল সমাজ, যুবক, মহিলা, আমাদের সাংসদ, শিল্পোদ্যোগী, পুর প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত বহু মানুষ গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করেছেন। একে নিয়ে দেশজুড়ে যে আয়োজন চলছে, তার সঙ্গে কোনো না কোনোভাবে দেড় কোটির চেয়েও বেশি মানুষ যুক্ত আছেন। জনগণের যোগদানের আমাদের এই প্রচেষ্টায় একটা নয়, দু-দুটো বিশ্ব রেকর্ডও হয়ে গেছে। বারাণসীতে আয়োজিত জি-২০ কুইজ প্রতিযোগিতায় ৮০০টি স্কুলের এক লাখ পঁচিশ হাজার ছাত্রছাত্রীর অংশগ্রহণ এক নতুন বিশ্বরেকর্ড তৈরি করেছে। ওদিকে, লম্বানি কারিগরেরাও কামাল করেছেন। ৪৫০ জন কারিগর প্রায় ১৮০০ নতুন ধরণের নকশা কাপড়ের উপর ফুটিয়ে তুলে আশ্চর্যজনক কালেকশন বানিয়ে নিজেদের প্রতিভা এবং কারুশিল্পে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। জি-২০ তে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেক প্রতিনিধি আমাদের দেশের শৈল্পিক বৈচিত্র্য দেখে যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছেন। সুরাতে এমনই এক সুন্দর অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। সেখানে আয়োজিত 'শাড়ি ওয়াকাথন' এ ১৫ টি রাজ্যের ১৫ হাজার মহিলা অংশ নিয়েছিল। এই অনুষ্ঠান সুরাতের বস্ত্র শিল্পকে যেমন উৎসাহিত করেছিল, তেমনই 'ভোকাল ফর লোক্যাল' ভাবনাও শক্তি সঞ্চয় করে এবং স্থানীয় পণ্যের আন্তর্জাতিক বাজারে পৌছানোর পথও তৈরি হয়। শ্রীনগরে জি-২০ বৈঠকের পর কাশ্মীরের পর্যটক সংখ্যায় যথেষ্ট বৃদ্ধি ঘটেছে। আমি, সমস্ত দেশবাসীকে বলতে চাই যে আসুন, সবাই মিলে জি-২০ সম্মেলনকে সফল করি, দেশের সম্মান বাড়াই। আমার পরিবারবর্গ, 'মন কি বাত'-এর পর্বে, আমরা প্রায়ই আমাদের তরুণ প্রজন্মের সক্ষমতা নিয়ে আলোচনা করি। আজ, খেলাধুলা এমন একটি ক্ষেত্র যেখানে আমাদের যুবসম্প্রদায় ক্রমাগত সাফল্যের নতুন উচ্চতা অর্জন করছে। আজ 'মন কি বাত'-এ আমি এমন একটি ক্রীড়া প্রতিযোগিতার কথা বলব যেখানে সম্প্রতি আমাদের খেলোয়াড়রা জাতীয় পতাকার সম্মান বৃদ্ধি করেছে। কয়েকদিন আগে চীনে আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এ বার এই প্রতিযোগিতার খেলাগুলিতে ভারত নিজের সবথেকে ভালো ক্রীড়া নৈপুণ্য দেখিয়েছে । আমাদের খেলোয়াড়রা মোট ২৬টি পদক জিতেছেন, যার মধ্যে ১১টি সোনা। আপনি জেনে খুশি হবেন যে ১৯৫৯ সাল থেকে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক বিশ্ববিদ্যালয় ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় প্রাপ্ত সমস্ত পদক যোগ করা হলেও এই সংখ্যাটি মাত্র ১৮-এ পৌঁছায়। বিগত দশকগুলিতে মাত্র ১৮টি, যেখানে আমাদের খেলোয়াড়রা এবার ২৬টি মেডেল জিতেছে। তাই,

ক্রমশঃ

শিশুদের ভাইরাল, টাইফয়েড ও জন্ডিসের

সমস্যায় সতর্কতা জরুরি: ডা. সিংহ

উষা পাঠক. সিনিয়র সাংবাদিক, নয়াদিল্লি, ২৭ আগস্ট, ২০২৩: নিউজ সারাদিন : প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ আর বি সিং বলেছেন যে আজকাল শিশুদের মধ্যে ভাইরাল, টাইফয়েড এবং জন্ডিসের সমস্যা বাড়ছে, তাই সতর্কতা প্রয়োজন।

এক সাক্ষাৎকারে একথা বলেন ড. তিনি বলেন, প্রতিবছর বিশেষ করে বর্ষাকালে এ ধরনের সমস্যা দেখা দেয়। তিনি বলেন, এ সময় মাঝে মাঝে বমি ও ডায়রিয়ার অভিযোগ থাকে।

ডাঃ সিং বলেন যে ভাইরাল জ্বর সাধারণত এই সময়ে হয়, যা সাধারণত ৫-৭ দিনের মধ্যে সেরে যায়, এর জন্য কোনও বিশেষ ওষুধ খাওয়ার প্রয়োজন নেই। অতিরিক্ত জ্বর না থাকলেই প্যারাসিটামল ব্যবহার করা যেতে পারে ।অন্য ক্ষেত্রে চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়েই ওষুধ ব্যবহার করতে হবে।

করোনার সময় শিশুদের বিনামূল্যে চিকিৎসা প্রদানকারী ডাঃ সিং বলেছেন যে গ্রামীণ এবং শহর উভয় এলাকা থেকেই এই ধরনের অভিযোগ আসছে, তাই সতর্ক থাকা দরকার। বিশেষ করে শিশুদের বাইরের খাবার না খাওয়া, বিশুদ্ধ পানি ব্যবহার করা এবং যথাসম্ভব বিশ্রাম নেওয়া বা ঘর থেকে বের হওয়া উচিত নয়, কারণ বাইরে সংক্রমণের সমস্যা বেশি হয়। পরিবারের কোনো সদস্য যদি সংক্রমণে ভুগে থাকেন, তাহলে শিশুদেরও তাদের থেকে দূরে রাখতেহবে।

এক প্রশ্নের জবাবে ডাঃ সিং বলেন, এখন পর্যন্ত কোনো লক্ষণ দেখা যায়নি, করোনার প্রভাব আছে বা করোনা আবার শুরু হয়েছে, তবে সতর্কতা প্রয়োজন। তিনি বলেন, শিশুদের মধ্যে কিছু না কিছু সমস্যা আছে যেমন ওজন কম হওয়া এবং পুষ্টিকর খাবার গ্রহণে অস্বীকৃতি। তাই অভিভাবকদের এই বিষয়গুলোর প্রতি বিশেষ নজর দিতে হবে।

কাল হিন্দুদের শোভাযাত্রা,

নুহতে যেন যুদ্ধের প্রস্তুতি পুলিশ-প্রশাসনের

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : অগ্নিগর্ভ হরিয়ানার নুহতে আজ হিন্দুদের মহামিছিলকে কেন্দ্র করে নিরাপত্তা আঁটসাঁট করা হয়েছে। পুলিশ-প্রশাসন মহামিছিলের অনুমতি না দিলেও সর্ব জাতীয় হিন্দু মহাপঞ্চায়েত সোমবার বিশাল শোভাযাত্রা বের করার ব্যাপারে অটল রয়েছে। ফলে নুহ সহ আশপাশের এলাকাগুলিতে উত্তেজনার পারদ চড়ছে।উল্লেখ্য, সর্ব জাতীয় হিন্দু মহাপঞ্চায়েত সোমবার ব্রিজমণ্ডল শোভাযাত্রার ডাক দিয়েছে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ জানিয়েছে, এই ধরনের ধর্মীয় শোভাযাত্রার জন্য কোনও অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন নেই। পুলিশ অনুমতি দিল কি দিল না তাতে কিছু যায় আসে না। নিরাপত্তার কারণে আগামিকাল নুহতে স্কুল-কলেজ, ব্যাঙ্কে ছুটি ঘোষণা করেছে জেলা প্রশাসন। এছাড়াও গুচ্ছ এসএমএস, মদ বিক্রি নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, অপ্রীতিকর অবস্থা এড়াতে পুলিশ ছাড়াও আধা সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। আন্তঃরাজ্য এবং আন্তঃজেলা সীমানাগুলিতে ব্যাপক নজরদারি করছে নিরাপত্তারক্ষীরা।

উল্লেখ্য, আগামী ৩-৭ সেপ্টেম্বর নুহতে জি ২০ গোষ্ঠীভুক্ত দেশগুলির শেরপা গ্রুপের বৈঠক বসার কথা নুহতে। সে কারণে হিন্দুদের ওই শোভাযাত্রায় অনুমতি দেয়নি পুলিশ। কিন্তু, সেসবকে তোয়াক্কা না করে আগামিকাল শোভাযাত্রা বেরবে বলে জানিয়ে দিয়েছে হিন্দুত্ববাদী সংগঠন। মহামিছিলকে কেন্দ্র করে যাতে গুজব না রটে সে কারণে গতকাল থেকে আগামিকাল পর্যন্ত মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে ।রবিবার এডিজিপি মমতা সিং বলেন, যে কোনও ধরনের উত্তেজনা ঠেকাতে সব ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। ১৯০০ হরিয়ানা পুলিশের পাশাপাশি ২৪ কোম্পানি আধা জওয়ান মোতায়েন করা হয়েছে। এলাকার বাসিন্দা ছাড়া বাইরে থেকে আসা কোনও ব্যক্তিকে নুহতে ঢুকতে দেওয়া হচ্ছে না। জেলার সবকটি সীমানা সিল করে দেওয়া হয়েছে। মল্লার মন্দিরে যাওয়ার রাস্তাও বন্ধ করে দিয়েছে পুলিশ।

২ পাতার পর

মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে রাজ্য পুলিশের ডিজি, দত্তপুকুর বিস্ফোরণ কাণ্ডের পর বৈঠক!

গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে তাঁরা বসেছেন বলে খবর। ইতিমধ্যেই ঘটনার তদন্তভার নিয়েছে সিআইডি। সেখানে গিয়ে পৌঁছেছে বম্ব স্কোয়াড এবং বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। ঘটনাস্থলে এখনও বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক মজুত রয়েছে বলে দাবি সিআইডির তদন্তকারীদের। তার পরিমাণ এতটাই যে গোটা এলাকা উড়ে যেতে পারে। ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বিস্ফোরক রয়েছে কিনা তা খুঁজে দেখছেন বম্ব স্কোয়াডের লোকজন। প্রসঙ্গত, আজ সকালেই দত্তপুকুরে ঘটে গেছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ।তাই নিয়ে শাসকদলকে ক্রমাগত আক্রমণ করছে বিরোধীরা। পাশাপাশি, সেখানকার স্থানীয় বাসিন্দারাও বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন শাসকদলের বিরুদ্ধে। এমনই সময়ে মুখ্যমন্ত্রীর বাড়িতে এই জরুরি বৈঠক দেখে অনেকেই আঁচ করছেন, বিস্ফোরণ নিয়েই চলছে আলোচনা।

সূত্রের খবর, সকালে দত্তপুকুর কাণ্ড জানতে পারার পর থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দত্তপুকুরের ওই বাজি কারখানা । বিস্ফোরণের তীব্রতার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কর্মরত শ্রমিকদের দেহ। কারও তালগোল পাকানো দেহ গিয়ে আটকে যায় চিলেকোঠায়, তো কোনও দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ে ১৫০ মিটার দূরে ।সূত্রের খবর, সকালে দত্তপুকুর কাণ্ড জানতে পারার পর থেকেই অত্যন্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

রবিবার সকাল ৮টা নাগাদ বিকট বিস্ফোরণে কেঁপে ওঠে দত্তপুকুরের ওই বাজি কারখানা । বিস্ফোরণের তীব্রতার ছিন্নভিন্ন হয়ে যায় কর্মরত শ্রমিকদের দেহ। কারও তালগোল পাকানো দেহ গিয়ে আটকে যায় চিলেকোঠায়, তো কোনও দেহ ছিটকে গিয়ে পড়ে ১৫০ মিটার দূরে।

এলাকাবাসীর দাবি, পুলিশ এবং প্রশাসনের নাকের ডগায় দীর্ঘদিন ধরেই রমরমিয়ে চলছিল এই বাজি কারখানা। মুর্শিদাবাদের বাসিন্দা শামসুল আলি নামে একজনের জমির উপর তৈরি করা হয়েছিল কারখানাটি। যদিও সেটির চালানোর দায়িত্ব ছিল কেরামত আলি নামে একজনের। সেই মালিকের ছেলেরও মৃত্যু হয়েছে এদিনের বিস্ফোরণে। পরে মারা গেছেন কেরামতও। রেহাই পাননি শামসুলও। তিনিও মারা গেছেন। এই ঘটনায় স্থানীয়রা সরাসরি তৃণমূলের দিকে অভিযোগের আঙুল তুলেছে। নাম উঠেছে খাদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষেরও। যদিও রথীন ঘোষের দাবি, এর পিছনে রয়েছে আইএসএফ আশ্রিত দুষ্কৃতীরা। রমজান আলি নামে ইন্ডিয়ান সেকুলার ফ্রন্টের এক নেতার নাম করে তিনি জানান, রমজান সহ আইএসএফের আরও অনেকে রয়েছে এই ঘটনার পিছনে। এ ব্যাপারে তিনি কিংবা পুলিশ কেউই কিছু জানত না বলে দাবি করেছেন খাদ্যমন্ত্রী।

বিস্ফোরণকাণ্ডের মূল অভিযুক্ত, অর্থাত কারখানা মালিক কেরামত আলি নাকি এগরা বিস্ফোরণ কাণ্ডের সঙ্গেও জড়িত ছিল। তাকে গ্রেফতারও করা হয়েছিল তখন। তবে জামিনে ছাড়া পাওয়ার পর ফের বেআইনি বাজি কারখানার কাজ করতে শুরু করে সে। অভিযোগ, বিস্ফোরণে যে কারখানাটি রবিবার উড়ে গেছে, শুধু যে সেখানেই বেআইনি বাজি মজুত ছিল তা নয়। এমনকী, আশেপাশের বেশ কয়েকটি বাড়িতে স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের সাহায্যে তৈরি করা হত বাজি। তবে এগরা কাণ্ডে গ্রেফতার হওয়ার পরেও কীভাবে কেরামত আবার বাজির ব্যবসা শুরু করল তা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে।

ভারতের সর্বাধিক বাংলা দৈনিক ই পেপার
সারাদিন
বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে
২ বর্ষ ২৩৭ সংখ্যা ২৮ আগস্ট, ২০২৩ সোমবার ১০ ভাদ্র, ১৪৩০

সম্পাদকীয়

বারাসতের ঘটনায় চূড়ান্ত ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী, কড়া বার্তা প্রশাসনকে

কলকাতার কাছেই থাকা উত্তর ২৪ পরগনা জেলার দত্তপুকুর থানার নীলগঞ্জ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মোষপোল পশ্চিমপাড়া অঞ্চল। ছুটির দিনে সাত সকালে সেখানেই ঘটে গিয়েছে ভয়াবহ বিস্ফোরণ। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেখানে পাল্লা দিয়ে বাড়ছে মৃত্যুর সংখ্যা।যে বাড়িতে বিস্ফোরণ ঘটেছে শুধু সেখানেই না, আশপাশের অনেক বাড়িতেও বাজি এবং বাজি তৈরির সরঞ্জাম পাওয়া যাচ্ছে বলে স্থানীয় সূত্রের খবর। স্থানীয়রা নিজেরাই উদ্যোগ নিয়ে সে সব জলের পাইপ দিয়ে ভিজিয়ে দিচ্ছেন, যাতে আবার আগুন না লাগে। তবে এদিনের ঘটনায় সব থেকে বেশি অস্বস্তিতে পড়েছে জেলা পুলিশ প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ উপেক্ষা করার সাহস বারাসত ও দত্তপুকুর থানার কী করে হল সেই প্রশ্নও উঠেছে। কার প্রশ্রয়ে বেআইনি ভাবে বাজি কারখানা চলছিল সেই কৈফিয়তের মুখে পড়েছেন বারাসত পুলিশ সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ও স্থানীয় মহকুমা এবং জেলা শাসক শরদ কুমার দ্বিবেদী।বেসরকারি ভাবে আগেই জানা গিয়েছিল মৃতের সংখ্যা ১০। যদিও পুলিশ প্রথমে তা মানতে চায়নি। তাঁদের দাবি ছিল মৃতের সংখ্যা ৬। যদিও সময়ের সঙ্গে সঙ্গে সেই সংখ্যাও বাড়ছে। দুপুর দেড়টায় পাওয়া তথ্য বলছে উদ্ধার হয়েছে ৮জনের দেহ। আর একই সঙ্গে জানা গিয়েছে এদিনের এই বিস্ফোরণের ঘটনায় পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের ওপর খুবই ক্ষুব্ধ হয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, বারাসতের ঘটনায় যারপরনাই ক্ষুব্ধ মুখ্যমন্ত্রী। এই ঘটনার দায় সুনিশ্চিত করতে বলা হয়েছে মুখ্যসচিবকে। কাউকে রেয়াত না করারই বার্তা দিয়েছেন তিনি।এদিন সাতসকালে বিস্ফোরণের শব্দে কেঁপে উঠেছে দত্তপুকুর এলাকা। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গিয়েছে বারাসত শহর থেকেও। বেআইনি বাজি কারখানার বিস্ফোরণের অভিঘাত এতটাই প্রবল ছিল যে, ওই সময় কারখানায় কর্মরত শ্রমিকদের দেহাংশ ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে আশপাশে। যে বাড়িতে বাজি তৈরি হত, সেই বাড়িটি কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত। ভেঙে পড়েছে ছাদ। বাড়ির কংক্রিটের পিলারও ভেঙে পড়েছে। তার নীচে অনেকেই আটকে পড়ে আছেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে। আশপাশেও ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে রয়েছে ছিন্নভিন্ন দেহাংশ। কোথাও গাছের ডালে, আবার কোথাও টালির চাল থেকে মৃত ব্যক্তিদের দেহাংশ ঝুলতে দেখা গিয়েছে। বারাসত পুলিশ জেলার সুপার ভাস্কর মুখোপাধ্যায় ঘটনাস্থলে রয়েছেন। কার্যত তাঁর উপস্থিতিতেই উদ্ধারকাজ চলছে। এর মধ্যেই গ্রামবাসীরা বিস্ফোরক অভিযোগ তুলেছেন। তাঁদের দাবি, বাজি কারখানার আড়ালে বোমা তৈরির কাজ চলত এই জায়গায়। পুলিশকে জানালেও কোনও কাজ হয়নি। আর তার জেরেই এই বিস্ফোরণ ঘটেছে।জানা গিয়েছে, যে বাড়িতে এদিন বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছে তার মালিক নাজিবুল রহমান। ওই এলাকাতে তার আরও একটি বাড়ি আছে। এদিন ঘটনার পরে পরেই গ্রামবাসীরা নাজিবুলের সেই বাড়ি ঘিরে ধরে বিক্ষোভ দেখাতে শুরু করেন। তাঁদের অভিযোগ, একদিকে সামসুল আলি হোদার প্রশাসনিক যোগাযোগ এবং নাজিবুলের টাকা দিয়েই ওই এলাকায় একের পর এক বাড়িতে অবৈধ ভাবে বাজি কারখানা চলছিল। বাজি তৈরির আড়ালে বোমা তৈরি হতো সেখানে। এর আগেও এলাকায় কয়েকবার ছোটখাটো বিস্ফোরণও হয়েছে। কিন্তু, সব দেখেও পুলিশ-প্রশাসন হাত গুটিয়ে বসেছিল। এমনকী যে বাড়িতে বিস্ফোরণ হয়েছে সেই নাজিবুলকেও এর আগে সতর্ক করেছিলেন এলাকার বাসিন্দারা যাতে সেখানে বোমা বাঁধার কাজ আর না করা হয়। কিন্তু, তাতেও নাজিবুল কোনওরকম কর্ণপাত করেননি বলে অভিযোগ। বাইরে থেকে লোক নিয়ে এসে কাজ করাতেন। মালদা ও মুর্শিদাবাদ থেকে লোক নিয়ে আসা হয়েছিল বাজি ও বোমা তৈরির জন্য। এদিন বিস্ফোরণের ঘটনার পরে পরেই নাজিবুলের বাড়িতে ঢুকে পড়ে ক্ষিপ্ত গ্রামবাসী বস্তা বস্তা বাজি বার করে আনেন।পাশাপাশি বস্তা ভর্তি বোমা উদ্ধারও হয়েছে। তাঁরা পুলিশকেও ওই বাড়িতে প্রথমে ঢুকতে দিতে চাননি। বাড়িতে পাওয়া বস্তা বস্তা বাজি ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে বলেই জানা গিয়েছে।

পৃথিবীর সৃষ্টির মূলে দেবাদিদেব মহাদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

ফলে একটা সময়ে গিয়ে সারা পৃথিবীর খবার শেষ হতে শুরু করেছিল। সে সময়ই যম রাজ প্রথম মৃত্যুর সঙ্গে পরিচয় ঘটালো মানুষের। কারণ এমন পরিস্থিতি হয়ে গিয়েছিল যে জীবন এবং মৃত্যুর মধ্যে ভারসাম্য ফিরে আসাটা খুব দরকার ছিল।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

পিতা-মাতা মানব জীবনের গুরুত্ববহ ও অপরিহার্য

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(শেষ পর্ব)

দিব্য, অজর ও অমর শরীর দেন।' তার মানে গুরু যখন আমাকে আধ্যাত্মিক পথ দেখিয়ে দিলেন তখন আমার একটা নতুন শরীরের জন্ম হচ্ছে যে শরীরটা দিব্য, অজর ও অমর। তাই গুরুর স্থান সব সময়ই সবার থেকে উপরে। ভারতের মুসলমানরা বলে দিয়েছেন আমরা বন্দে মাতরম্ গান করব না। এর যুক্তি দেখাতে গিয়ে মুসলমানরা বলছেন আমরা মাকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু মাকে পূজো করিনা, আমরা পূজো একমাত্র আল্লাকেই করি। এখানে ভীষ্মের মতের কিছুটা আভাস পাওয়া যায়, মা-বাবা আমাকে পার্থিব শরীর দিয়েছেন। এরজন্য তাঁদের পূজো করার কি আছে। যদিও মুসলমানদের মতের সঙ্গে অনেকেই এক মত নন। ভীষ্মের মতে ভগবানকে যেমন পূজো করা হচ্ছে তেমনি গুরুও একই পূজো পাওয়ার যোগ্য, কারণ তিনি আমাকে দিব্য, অজর ও অমর শরীর দিচ্ছেন। তাই গুরুর স্থান অনেক উঁচুতে। মহাভারতের এই ধারণা গুলো অনেকবার ঘুরে ঘুরে আসবে। এই কারণেই মহাভারতের কথা খুব মন দিয়ে বারবার শুনতে বলা হয়। বাইবেল, কোরানের সব কথা হল ঋষির কথা, যদিও বলা হয় ভগবান বলেছেন, কিন্তু আমরা এগুলোকে ঋষি-বাক্য রূপেই দেখব। যখন কোন ধর্মগ্রন্থে একজন মাত্র ঋষির কথা চলতে থাকবে তখন সেটা একদেশী ও একঘেঁয়ে হয়ে যাবে, যখন দশ জন ঋষির কথা হবে তখন তার মধ্যে অনেক ধরণের চিন্তা ভাবনার সমাবেশ পাওয়া যাবে। ভীষ্ম এটাই বলছেন, পরম্পরাতে বলা হয়ে আসছে মায়ের মত গুরু হয় না, মা-বাবার স্থান অনেক উঁচুতে। ঠিকই বলা হচ্ছে, এখানে কোন সন্দেহ নেই। বলেই আবার বলছেন মা-বাবার এই স্থান সাধারণ জীবনের জন্য ঠিকই বলা হচ্ছে কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনে নয়। আধ্যাত্মিক জীবনে যিনি গুরু তিনিই শ্রেষ্ঠ। গুরুর কথা বলার পর বলছেন, যখন গুরুকে পূজা, শ্রদ্ধা, সম্মান করে প্রসন্ন করা হয় তখন দেবতা ঋষি এরা সবাই খুশী হন। এই হল সংক্ষেপে ধর্ম পালনের মূল কথা। তবে জেনে রেখো মা-বাবা যে সন্তানের জন্ম দিয়েছেন, সেই সন্তান বড় হয়ে যদি বৃদ্ধ মা-বাবার দেখাশোনা না করে তাহলে এর মত পাপাত্মা আর কেউ হতে পারে না।তবে এই লেখার মধ্যে দিও নিজের উপলব্ধির কথাই ফিরে যেতে চাই, আমি একজন সনাতন ধর্মাবলম্বী। মানে আমি হিন্দু, এই সমাজের হিন্দুরা অনেকেই আমার হিন্দু ধর্মে থেকে দূরে সরিয়ে রাখার চেষ্টাও করেছে। ছোটবেলা থেকে দেখে আসছি আমার মা-বাবা, ভাই-বোন,মামা-মামী-সহ হিন্দু সমাজের সকলেই ধর্মীয় নিয়মনীতি মেনে বিভিন্ন দেবদেবীর পূজার্চনা করে আসছে। নিজেও নিজের এলাকায় প্রতিবছর অনুষ্ঠিত হওয়া প্রায় সব কয়টা পূজায় অংশগ্রহণ করতাম ছোটবেলায়। বেশি আনন্দ উপভোগ করি আমাদের হিন্দু ধর্মের সবচেয়ে জাঁকজমকপূর্ণ দূর্গা পূজায়। আর প্রতিবছর পহেলা বৈশাখের দিনটি শুরু করি গণেশ পূজা করে। বাংলা নববর্ষের এই দিনে অর্থাৎ পহেলা বৈশাখে দেবতা গণেশের পূজা করার সময় নিজে নিজেকে প্রশ্ন করি, "আচ্ছা, এই দেবতা গণেশের হাতির মাথা কেন? তা যেভাবেই হাতির মাথা হয়েছে তো হয়েছেই, কিন্তু গণেশ দেবতার আসল মাথাটা কোথায় কীভাবে পূজিত হচ্ছে? আর হাতির দেহটি কোথায় আছে এবং কীভাবে পূজিত হচ্ছে?" এ শুধু নিজে নিজেকেই প্রশ্ন করি, কিন্তু উত্তর মেলাতে পারি না এবং কোনও পুরোহিতকে জিজ্ঞেস করলেও সদুত্তর পাই না। তারপরও থেমে থাকি না। এমনিতেই আমার জানার ইচ্ছেটা খুবই বেশি! সেই ইচ্ছে থেকেই শিব পুরাণ ঘেঁটে পেলাম গণেশ দেবতার দেহ থেকে মাথা বিচ্ছিন্ন হওয়ার কাহিনী। কিন্তু গণেশ দেবতার আসল মাথা ও হাতির দেহের অবশিষ্ট কোনও কাহিনী খুঁজে পেলাম না। একদিন আমার বড় দাদা জীবিত থাকতে দাদাকে এবিষয়ে জিজ্ঞেস করলাম। (আমার বড় দাদা বর্তমানে স্বর্গীয়)। জিজ্ঞেস করার পর বড় দাদা বিস্তারিত ঘটনা বললেন। আমি শুনলাম! নিজের প্রশ্নের সাথে বড় দাদুর কথা মেলালাম। মিলিয়ে দেখি বড় দাদার কথা আর আমার প্রশ্ন হুবহু মিলেছে।

তা কীভাবে মিলেলো, সেটা আমি আমার এই লেখার মাঝে প্রকাশ করছি। আগে শিব পুরাণ ঘেঁটে পাওয়া দেবতা গণেশের দেহ থেকে মাথা কীভাবে বিচ্ছিন্ন হলো এবং কীভাবে দেবতা গণেশের দেহে হাতির মাথা স্থাপন হলো, সে বিষয়গুলো তুলে ধরছি। আশা করি সবাই সাথে থাকবেন।

শিব পুরাণে উল্লেখ রয়েছে, একদিন নাকি কৈলাসে স্নানের প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, দেবী পার্বতী। সে সময় তিনি দরজায় পাহারায় বসিয়ে রাখেন শিবের বিশ্বস্ত অনুচর নন্দীকে। আদেশ দেন, যতক্ষণ পার্বতী স্নানঘরে থাকবে ততক্ষণ কাউকে যেন ভিতরে প্রবেশ করতে না দেওয়া হয়। নন্দী পার্বতীর আদেশ পালন করতে পাহারায় বসলেন।

এদিকে সেই সময় সেখানে হাজির স্বয়ং মহাদেব। নন্দী ছিলেন শিবের ভক্ত ও অনুচর। নন্দী শিবের ভক্ত হওয়াতে শিবকে পার্বতীর স্নানঘরে প্রবেশ করতে বাঁধা দিতে পারে না। যখনই শিব পার্বতীর স্নানের সময় স্নান ঘরের সামনে আসে নন্দী শিবকে ভেতরে ঢুকতে দিতে বাধ্য হয়। এতে সময়সময় এরকম পরিস্থিতিতে পার্বতী খুবই বিরক্তিকর অবস্থায় পড়েন।

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

সিনেমার খবর

এক দিশা যেতেই টাইগারের জীবনে অন্য দিশা

স্টাফ রির্পোটার : নিউজ সারাদিন : এক সময় টাইগার এবং দিশার প্রেমের কানাঘুষা ছিল সর্বত্র। পর্দার রসায়নের পাশাপাশি, বাস্তব জীবনেও দুই তারকার সমীকরণ ছিল চোখে পড়ার মতো। শরীরচর্চা থেকে নৈশ্যভোজ কিংবা অনুষ্ঠান সব জায়গায় জুটিতেই দেখা যেত তাদের। যদিও মুখে কখনও সম্পর্কের কথা স্বীকার করেননি তারা। গত বছরের জুলাই মাসে টাইগার এবং দিশার বিচ্ছেদের কানাঘুষো শোনা গিয়েছিল। এমনকি, এক অনুষ্ঠানে এসে নিজেকে 'সিঙ্গল' বলেও ঘোষণা করেন টাইগার। যদিও একেবারেই সিঙ্গল নন টাইগার। তার জীবনে প্রবেশ ঘটেছে এক তন্বী। তার সঙ্গে টাইগারের প্রাক্তনের মিল রয়েছে। তিনিও দিশা, তবে ধানুকা।

বিগত এক বছর ধরে 'ডেট' করছেন জ্যাকি-পুত্র। যদিও এই দিশাকে নিয়ে আপাতত মুখে কুলুপ অভিনেতার। দিশা কর্মসূত্রে একটি বড় প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে যুক্ত। ওই প্রযোজনা সংস্থার উঁচু পদে রয়েছেন তিনি। তিনি 'ট্যালেন্টস এবং এগজিকিউশন' দলের সঙ্গে কাজ করেন। সংস্থার বিপণন কৌশল এবং প্রচারাভিযানের সিদ্ধান্তও নাকি অনেক ক্ষেত্রে তাকেই নিতে হয়। তাই টাইগারের ক্যারিয়ারের দেখভালের দায়িত্ব নিয়েছেন তিনি।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে তার রিলেশনশিপ স্ট্যাটাস নিয়ে জানতে চাইলে অভিনেতা বলেন, "এই মুহূর্তে নিজের কাজের সঙ্গে বিবাহিত সম্পর্কে আছেন।"

বরাবরই সম্পর্কের কথা এড়িয়ে গিয়েছেন টাইগার। এবারও তার অন্যথা হল না। যদিও অভিনেতার ঘনিষ্ঠ সূত্রের খবর, টাইগার ও দিশার সম্পর্ক সবটাই জানেন তার পরিবার। সকলেই খুব পছন্দ করেন নতুন দিশাকে।

এবার জ্যাকুলিনের জায়গা দখল করলেন নোরা

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বিতর্কিত সুকেশ চন্দ্রশেখরের আর্থিক কেলেঙ্কারির মামলায় জড়িয়ে এখনো দ্বন্দ্ব চলছে দুই বলিউড সুন্দরী জ্যাকলিন ফার্নান্দেজ ও নোরা ফাতেহির মধ্যে। সে মামলা থেকে নোরা অব্যাহতি পেলেও জ্যাকলিন সে ঝামেলা থেকে বের হতে পারেননি। এরইমধ্যে জ্যাকলিনকে আরেকটি ধাক্কা দিলেন নোরা। জ্যাকলিনের একটি চলচ্চিত্র ছিনিয়ে নিয়েছেন এই অভিনেত্রী।

আসন্ন চলচ্চিত্র 'ক্র্যাক : জিতেগা তোহ জিয়েগা'তে কাজ করার কথা ছিল জ্যাকলিনের। কিন্তু সর্বশেষ তথ্য অনুসারে, বলিউডের এই নায়িকাকে সরিয়ে সিনেমাটিতে নিজের জায়গা পাকা করে নিয়েছেন নোরা। এই সিনেমায় আরো কাজ করবেন বিদ্যুৎ জাম্মওয়াল এবং অর্জুন রামপাল। 'ক্র্যাক' প্রযোজনার দায়িত্ব টি-সিরিজের হাতে যেতেই হয়ে গেল এই বদল! কারণ টি সিরিজের পোস্টার গার্ল নোরা ফাতেহি। তাই নোরাকেই সিনেমাটিতে রাখতে যাচ্ছেন প্রযোজনা সংস্থা। ২০২২ সালে অক্টোবরে পোল্যান্ডে 'ক্র্যাক'-এর শুটিং শুরু করে দিয়েছিলেন জ্যাকলিন। কনম্যান সুকেশ চন্দ্রশেখরের সঙ্গে আইনি মামলায় জড়ানোর পর এটাই ছিল জ্যাকলিনের প্রথম কাজ। প্রথম দিকে এই সিনেমার প্রযোজনার দায়িত্বে ছিল অভিনেতা বিদ্যুৎ জাম্মওয়ালের প্রযোজনা সংস্থা 'অ্যাকশন হিরো ফিল্মস'। তবে টি-সিরিজের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর হতেই বাদ পড়ে গেলেন জ্যাকলিন! এ বিষয়ে এখনো মুখ খুলেননি জ্যাকলিন।

সুহানার প্রথম ইন্টারভিউ, কী বলছেন শাহরুখ-গৌরী

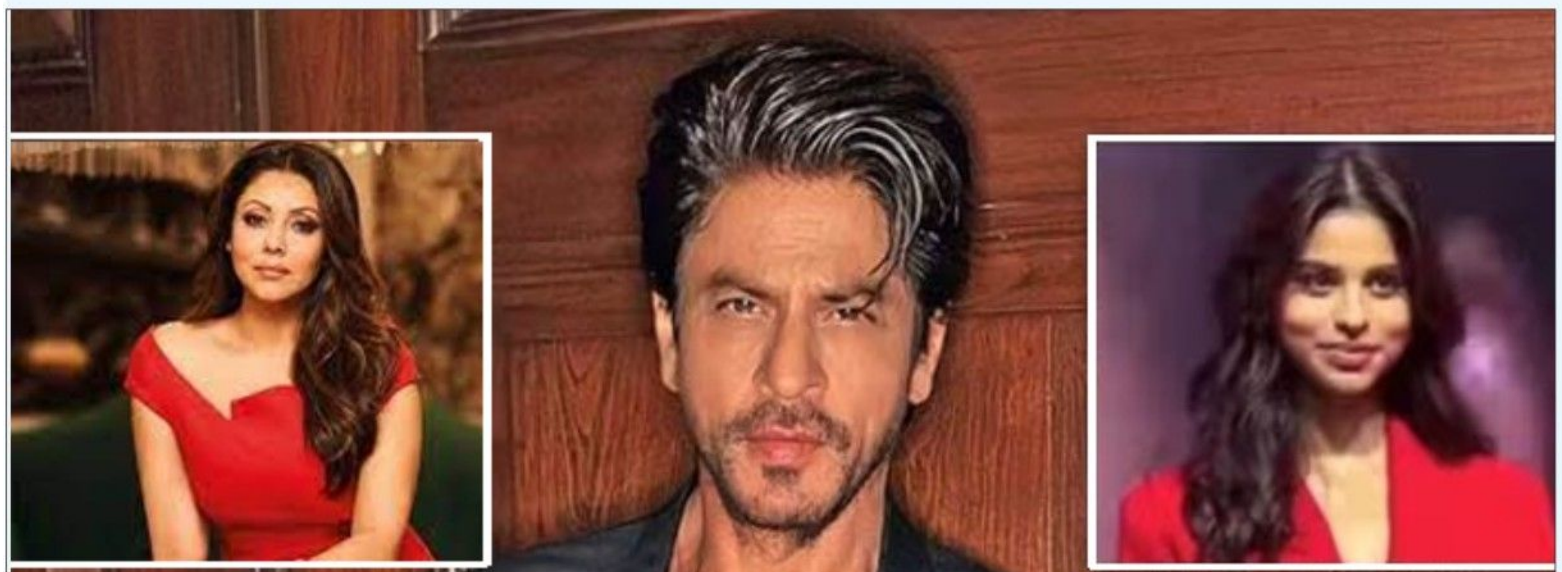

নিজস্ব সংবাদদাতা : নিউজ সারাদিন : বলিউড বাদশাহ শাহরুখ খান ও গৌরী খান দম্পতির কন্যা সুহানা খান খুব শিগগিরই জোয়া আখতারের 'দ্য আর্চিস' ছবির হাত ধরে বলিউডে পা রাখতে চলেছেন।

সম্প্রতি একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠানেও দেখা যায় সুহানাকে। সেখানে নিজস্ব মতামত, চিন্তাভাবনা সবার সঙ্গে ভাগ করে নেন তিনি।

অনুষ্ঠানে মা গৌরী খানকে নিয়ে কথা বলেন তিনি। গৌরী সুহানার সেই ইন্টারভিউটির ভিডিও শেয়ার করে লিখেছেন, 'আমি শাহরুখের সঙ্গে প্রথম যে অনুষ্ঠানে যোগ দিয়েছিলাম সেটি ছিল একটি বই প্রকাশ অনুষ্ঠান, আর এখন এই একই ধরনের আরও একটি অনুষ্ঠানে সুহানাকে কথা বলতে দেখে আমার মনে হয়েছে যেন জীবন পূর্ণ হয়েছে!'

গৌরীর পোস্ট শেয়ার করে শাহরুখ লিখেছেন, 'হ্যাঁ জীবনের বৃত্ত পূর্ণ হয়েছে। আমাদের ছেলে-মেয়েরা সেটি সম্পূর্ণ করতে সাহায্য করছে। তুমি ওদের তিনজকে খুব সুন্দর করে বড় করেছো, ওদের শিক্ষিত করেছ ও মর্যাদা শিখিয়েছ এবং ভালোবাসা ভাগ করে নিতে শিখিয়েছ। সুহানা ভীষণ স্পষ্টভাষী তবে ডিম্পলটা কিন্তু আমার!'

অর্থাৎ সুহানাসহ তিন সন্তানকে সুন্দর করে বড় করে তোলার কৃতিত্ব শাহরুখ স্ত্রী গৌরীকে দিলেও, আদরের মেয়ের মুখে যে টোল পড়ে, সেটা যে তার মতোই, সেকথাই মনে করে দিয়েছেন শাহরুখ। কারোর কথায়, 'বাপ কি বেটি'।

সুহানার এই ভিডিও দেখে অনুরাগীরা সবাই তার সঙ্গে বাবা শাহরুখের তুলনা টেনেছেন। সবারই মত, সুহানা শাহরুখের মতোই কথা বলায় বেশ পটু। কেউ লিখেছেন, 'সুহানা এক্কেবারেই বাবার মতো'।

কারোর মন্তব্য, 'কী সুন্দর করে কথা বলে, ঠিক বাবার মতোই'। কেউ কেউ আবার গৌরীকে শুভেচ্ছা জানাতে ভোলেননি। কেউ লিখেছেন, 'জিনগতভাবেই ও বুদ্ধিমতী, মস্তিষ্কের সঙ্গে সৌন্দর্যও রয়েছে। অত্যন্ত সুন্দর আচরণ! আর্চিসের জন্য অপেক্ষা করছি।' কারোর মন্তব্য 'ও ওওর বাবার মতো, কেয়া মাস্ত বলি হ্যায়।'

সুহানা খানের প্রথম ছবি 'দ্য আর্চিস' এই বছর নেটফ্লিক্সে মুক্তি পাবে। জোয়া আখতার পরিচালিত এই ছবিতে খুশি কাপুর, অগস্ত্য নন্দারও অভিষেক হবে। দ্য আর্চিসের রয়েছেন যুবরাজ মেন্ডা, মিহির আহুজা, ভেদাং রায়না সহ অন্যান্যরা।

অভিনব উপহার পেলেন শ্রাবন্তী

স্টাফ রির্পোটার, নিউজ সারাদিন : গত ১৩ আগস্ট পশ্চিমবঙ্গের জনপ্রিয় অভিনেত্রী শ্রাবন্তী চট্টোপাধ্যায়ের জন্মদিন ছিল। জীবনের নতুন বছরে পা রেখে এক অভিনব উপহার এলো অভিনেত্রীর ঝুলিতে। এবার নিজের নামে কিনে ফেললেন একটি তারা।

কথাটি জানিয়েছেন শ্রাবন্তী নিজেই। ইনস্টাগ্রামে তিনি লেখেন, এবার থেকে লিও নক্ষত্রপুঞ্জে একটি তারা আমার নামেও থাকছে। আন্তর্জাতিক স্টার ডিরেক্টিরিতে শ্রাবন্তী নামে এটির নাম নথিভুক্ত করা হলো।

শুধু কথার কথা নয়, নিজের নামে তারার নামকরণের প্রমাণ হিসেবে অনেক সার্টিফিকেটও অনুরাগীদের সঙ্গে শেয়ার করেছেন তিনি। তবে শ্রাবন্তী নিজেই নিজেকে এই উপহার দিলেন নাকি অন্য কেউ তার নামে তারার নাম রাখলেন, তা এখনও পর্যন্ত জানা যায়নি। এ নিয়ে কোনও মন্তব্যও করেননি এই অভিনেত্রী।

শ্রাবন্তীর নামে তারার নামকরণের কথা জেনে অনেকেই অভিনেত্রীকে শুভেচ্ছায় ভরিয়ে দিয়েছেন। বর্তমানে শুভ্রজিৎ মৈত্রর 'দেবী চৌধুরানি' সিনেমার কাজ নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন শ্রাবন্তী। এ ছাড়াও ইতিমধ্যেই জিতু কমলের সঙ্গে 'বাবুসোনা' সিনেমার শুটিং শেষ করেছেন তিনি।

প্রোটিয়া নারী ক্রিকেটাররা

ছেলেদের সমান ম্যাচ ফি পাবেন

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দক্ষিণ আফ্রিকায় ছেলেদের মতো মেয়েরাও সমান ম্যাচ ফি পেতে যাচ্ছেন। বিষয়টি নিশ্চিত করেছে ক্রিকেট সাউথ আফ্রিকা (সিএসএ)। এছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটে ৬টি দল নিয়ে নতুন একটি কাঠামোও গঠন করতে যাচ্ছে সিএসএ। সেই ধারায় এবার মেয়ে ক্রিকেটারদেরকে ছেলেদের সমান ম্যাচ ফি দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে আফ্রিকার ক্রিকেট। এছাড়া আন্তর্জাতিক ম্যাচের ক্ষেত্রে কার্যকর হবে এই সিদ্ধান্ত।

গত ফেব্রুয়ারিতে নারীদের টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ বেশ সফলতার সাথে আয়োজন করেছিল দক্ষিণ আফ্রিকা। যা ক্রিকেট বিশ্বে সকলের নজরেই এসেছিল তাদের সাফল্য। এবার যেন সেই সাফল্যের পুরস্কারই পেতে যাচ্ছেন দেশটির নারী ক্রিকেটাররা। এছাড়া ঘরোয়া ক্রিকেটের জন্য ১৬ দলের টুর্নামেন্টে ছয় দল খেলবে প্রথম স্তরে, বাকি দশ দল থাকবে দ্বিতীয় স্তরে। ৬ দল ১১ জন ক্রিকেটারকে চুক্তির আওতায় আনতে পারবে। নিয়োগ দিতে পারবে একজন প্রধান কোচ, কোচিং স্টাফে আরও চারজনকে নিতে পারবে দলগুলো, যেখানে দুইজন থাকবেন মহিলা।

ওয়ানডেতে সবাই আমাদের

ভয় পায়: ইমাম উল হক

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : দুর্দান্ত সময় পার করছে পাকিস্তান ক্রিকেট দল। আফগানিস্তান সিরিজ দিয়ে এশিয়া কাপ ও বিশ্বকাপের প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। হাম্বানটোটায় সিরিজের প্রথম ওয়ানডে ম্যাচে ২০১ রান করে ১৪২ রানের জয় পেয়েছে বাবর আজমের দল। আফগানদের তারা অলআউট করেছে মাত্র ৫৯ রানে।

ওই জয়ের পর পাকিস্তানের ওপেনার ইমাম উল হক বলেছেন, ওয়ানডে ফরম্যাটে পাকিস্তান ক্রিকেট দলকে প্রতিপক্ষ প্রকৃত অর্থেই ভয় পায়।

তিনি বলেছেন, আমি বর্তমান নিয়ে থাকতে পছন্দ করি। এখনই বিশ্বকাপ নিয়ে ভাবছি না। হ্যা, মনের মধ্যে অবশ্যই বিশ্বকাপের জন্য প্রস্তুতির বিষয়টি আছে। আমি জানি, প্রতিপক্ষ আমাদের ওয়ানডে দল সম্পর্কে ভালো মতোই জানে এবং তারা আমাদের ভয় পায়। কারণ আমরা এই ফরম্যাটে দারুণ কিছু জয় পেয়েছি।'

ইউটিউবার ড্যানিয়েল শেখের পোডকাস্টে ইমাম আরও বলেছেন, 'আমার ধারণা, আমরা একটা প্রসেস মেনে ক্রিকেট খেলি। আমি মনে করি, আমাদের ওয়ানডে দল খুবই ভালো।'

ইমামের মতে, তাদের ওয়ানডে দলের ব্যাটিং বিভাগ দারুণ অভিজ্ঞ। তিনি ও তার ওপেনিং সঙ্গী ফখর জামান ৫০টার বেশি করে ওয়ানডে খেলেছেন। বাবর আজম প্রায় ১০০ ওয়ানডে খেলে ফেলেছেন। রিজওয়ান আছেন মিডল অর্ডারে। বোলিং বিভাগে আবার শাহিন, নাসিম ও রউফের মতো পেসার আছে। শাদাব খান, নওয়াজ আছেন স্পিনে। তার ধারণা, ওয়ানডে ফরম্যাটে এর চেয়ে ভালো দল হওয়া কঠিন।

মাত্র এক ভোট পেলেন এমবাপ্পে!

স্টাফ রিপোর্টার, নিউজ সারাদিন : চলতি মৌসুমের জন্য পিএসজির অধিনায়ক নির্বাচিত হয়েছেন ২৯ বছর বয়সী ব্রাজিলিয়ান ডিফেন্ডার মার্কিনিওস। অন্যদিকে, প্যারিসের ক্লাবটিতে সবচেয়ে প্রভাবশালী খেলোয়াড় হিসেবে বিবেচিত কিলিয়ান এমবাপ্পে সতীর্থদের সমর্থন পাননি বলেই চলে। অধিনায়ক নির্বাচনে মাত্র একটি ভোট পেয়েছেন তিনি। আর সেটি তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু আশরাফ হাকিমির।

ফরাসি সংবাদমাধ্যম আরএমসি স্পোর্টসের খবরে বলা হয়, পিএসজি কোচ লুইস এনরিকে নতুন অধিনায়ক নির্বাচনের ভার খেলোয়াড়দের ওপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। খেলোয়াড়েরা গোপন ব্যালটে ভোট প্রদান করেন। সাধারণত ফুটবলে একটি ক্লাবের ৪ জন অধিনায়ক ঠিক করে রাখা হয়। মূল অধিনায়ক চোট বা নিষেধাজ্ঞায় না খেলতে পারলে অথবা ম্যাচের মধ্যে বদলি হলে অপরজন অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড পরে থাকেন।

পিএসজির খেলোয়াড়দের ভোটের ভিত্তিতেও চারজনকে অধিনায়ক নির্বাচিত করা হয়েছে। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভোট পেয়েছেন মার্কিনিওস, যিনি ২০২০ সালে তখনকার অধিনায়ক থিয়াগো সিলভা যাওয়ার পর থেকেই নেতৃত্বে ছিলেন। মার্কো ভেরাত্তির পর স্কোয়াডের সবচেয়ে বেশি বয়সী খেলোয়াড়ও এই ব্রাজিলিয়ান। মার্কিনিওসের অবর্তমানে অধিনায়কত্বের আর্মব্যান্ড পরবেন যথাক্রমে দানিলো পেরেইরা, প্রেসনেল কিমপেম্বে ও এমবাপ্পে।

শেষ মুহূর্তের রোমাঞ্চ!

আল-নাসরের দুর্দান্ত জয়

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : শেষ পর্যন্ত অবশ্য দুর্ঘটনা হয়নি। শেষদিকের অবিশ্বাস্য এক প্রত্যাবর্তনে এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের জন্য কোয়ালিফাই করেছে সৌদি ক্লাব আল-নাসর। পিছিয়ে পড়া ম্যাচের শেষ ৯ মিনিটে ৩ গোল করে প্লে-অফের বাধা টপকেছে রোনালদো-সাদিও মানেরা। আমিরাতের ক্লাব শাবাব আল-আহলির বিপক্ষে তাদের জয় এসেছে ৪-২ গোলে। সৌদি আরবের রাজধানী রিয়াদে অনুষ্ঠিত ম্যাচে শুরুতে অবশ্য এগিয়ে ছিল রোনালদোরাই। ম্যাচের শুরু থেকেই এদিন ছন্দে ছিলেন ৩৮ বছরের রোনালদো। ১০ মিনিটের মাথায় স্কোরশিটে নাম লেখাতে পারতেন। তবে সেটা আর হয়নি। তবে পর্তুগিজ তারকা না পারলেও তার দল ঠিকই এগিয়ে যায় পরের মিনিটে। গোল করেন দলের ব্রাজিলিয়ান তারকা অ্যান্ডারসন তালিসকা। তবে ম্যাচের ১৮ মিনিটের মাথায়ই ম্যাচে সমতা আনে শাবাব আল-আহলি। দলের হয়ে গোল করেন ইয়াহিয়া আল-ঘাসানি।

বিরতির পরেই যেন ম্যাচ থেকে ছিটকে যায় আল-নাসর। দারুণ ফিনিশিংয়ে নিজের দ্বিতীয় গোল করে আমিরাতের ক্লাবটিকে এগিয়ে দেন আল ঘাসানি। চাপের মুখেই যেন আরও বেশি উজ্জ্বল হলো আল-নাসর। শেষ পর্যন্ত দলটি আলোর মুখ দেখে ম্যাচে ম্যাচের ৮৮ মিনিটে। সুলতান আল ঘানামের গোলে ম্যাচে সমতায় ফেরে আল নাসর।

এরপর যোগ করা সময়ে আবারও চমক আল নাসরের। আরও একবার হেডে গোল করে রিয়াদের ক্লাবটিকে ৩-২ ব্যবধানে এগিয়ে দেন তালিসকা। ম্যাচের শেষ মুহূর্তে নিজেদের চতুর্থটিও পেয়ে যায় আল নাসর। এবার রোনালদোর সহায়তায় গোল করেন ব্রজোভিচ। শেষ পর্যন্ত ৪-২ ব্যবধানের জয়েই এএফসি চ্যাম্পিয়ন্স লিগের মূল পর্ব নিশ্চিত করে আল নাসর।

ইনজুরি নিয়েই

অ্যাশেজ খেলেছেন স্মিথ!

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : বিস্ফোরক এক তথ্য প্রকাশ করলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা ব্যাটার স্টিভেন স্মিথ। জানালেন, ইনজুরি নিয়েই তিনি অ্যাশেজের তিনটি টেস্ট খেলেছেন! ব্যথা কমাতে ইনজেকশনও নিতে হয়েছে তাকে।

'ফক্স ক্রিকেট'কে দেওয়া এক সাক্ষাৎকার ৩৪ বছর বয়সী স্মিথ বলেছেন, "এটা (ইনজুরি) হয়েছে লর্ডস টেস্টে। ঠিক কোন সময়ে হলো, সেটা আমি নিজেও জানি না। তবে আমরা যখন মাঠে ছিলাম (ফিল্ডিংয়ে), তখনই হয়েছে। রাত হওয়ার আগ পর্যন্ত বুঝতে পারিনি।

পরে মনে হলো, 'কী করে ফেলেছি আমি! জায়গাটা তো বেশ ফোলা!' পরের ম্যাচটি আমি ওভাবেই খেলেছি। ওল্ড ট্রাফোর্ড টেস্টের আগে কর্টিজনও (ইনজেকশন) নিয়েছি।"

লর্ডস টেস্টের প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি হাঁকানো স্মিথ দ্বিতীয় ইনিংসে করেন ৩৪ রান। দলকে জিতিয়েই হন ম্যাচসেরা।

ওভালের শেষ টেস্টেও খেলেছেন পঞ্চাশোর্ধ রানের দুটি ইনিংস। কিন্তু অ্যাশেজ চলাকালীন নিজের ইনজুরির গুরুত্ব বুঝতে পারেননি স্মিথ। যেটা বুঝেছেন দেশে ফেরার পর, "অস্ট্রেলিয়ায় ফেরার পর মনে হলো, এখনো পুরোপুরি ঠিক হইনি। এখনো অনেক কিছুই ঠিকঠাক করতে পারছি না। পরে আরেকটি স্ক্যান করালাম। এতে টেন্ডনে ছোট্ট 'টিয়ার' ধরা পড়ল। এ ছাড়া আরও দুই-একটি ব্যাপার আছে।"

ইউএস ওপেন কাপ

নাটকীয় জয়! ফাইনালে মেসির মায়ামি

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : ইউএস ওপেন কাপের সেমিফাইনালে সিনসিনাটির কাছে প্রথম দুই গোলে পিছিয়ে পরেও শেষ পর্যন্ত টাইব্রেকারে জয় নিয়েই মাঠ ছাড়ে মেসির মায়ামি। এই জয়ে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করল তারা।

৬৭ মিনিট পর্যন্ত ২-০ তে পিছিয়ে ছিল ইন্টার মায়ামি। সেখান থেকে ঘুরে দাঁড়িয়ে নির্ধারিত সময়ে ২-২ এ সমতা ফেরায় লিওনেল মেসির দল। এরপর বাড়তি সময়ের খেলার শুরুতেই লিডও নেয় তারা। কিন্তু সেটা বেশিক্ষণ ধরে রাখতে পারেনি। তাতে ম্যাচ গড়ায় টাইব্রেকারে। শেষ পর্যন্ত স্পট কিকে ইউএস ওপেন কাপের ফাইনাল নিশ্চিত করে মায়ামি।

এদিন ম্যাচের শুরু থেকে দাপট ছিল সিনসিনাটির। লুসিয়ানো অ্যাকোস্তার ১৮ মিনিটে গোল করে দলকে এগিয়ে নেন, ওই লিড নিয়েই বিরতিতে যায় তারা। এরপর ৫৮ মিনিটে বক্সের বাইরে থেকে করা শটে ব্যবধান দ্বিগুণ করেন ব্রান্ডন ভাসকুয়েজ। দুই গোলে পিছিয়ে পড়া মায়ামির ফেরার শুরুটা হয় ৬৮তম মিনিটে। বক্সের বাঁ প্রান্তে মেসিকে ফাউল করার পর ফ্রি কিক পেয়েছিল তারা। শটও নিতে যান আর্জেন্টাইন জাদুকর। তার বাড়ানো বল লাফিয়ে হেডে জালে জড়ান কাম্পানার। তখনও খুব বেশি উচ্ছ্বাস ছিল না মায়ামির। শুরুর ৯০ মিনিটেও আর গোলের দেখা পায়নি তারা। তবে ভাগ্যের চাকা ঘুরে যোগ করা সময়ে। শেষ বাঁশি বাজার মিনিট দুয়েক আগে আবারও দলের ত্রাতা হয়ে আসেন মেসি। বক্সের অনেক বাইরে থেকে তার অসাধারণ পাসে বাতাসে ভাসা বল হেডে ইকুয়েডরের কাম্পানা গোল করেন। তাকে আসলে হেডটাই ঠিকঠাক করতে হতো, বাকি কাজ করে রেখেছিলেন মেসি। ম্যাচে ২-২ সমতা থাকায় অতিরিক্ত সময়ে গড়ায় ম্যাচ। ৯৩ মিনিটে বেঞ্জামিন ক্রেমাশির পাস থেকে গোল করেন জোসেফ মার্তিনেস। এগিয়ে গিয়েও ফের সমতায় ফিরতে হয় মায়ামিকে। ১১৪ মিনিটে বক্সের ভেতর থেকে বল 'ক্লিয়ার' করতে পারেননি মায়ামির ডিফেন্ডার। সিনসিনাটির জাপানি অ্যাটাকিং মিডফিল্ডার ইয়ুয়া কুবো গোল করে বসেন এবার। ৩-৩ সমতা আসে ম্যাচে।

টাইব্রেকারে মায়ামির গোলকিপার ড্রেক ক্যালেন্ডার সিনসিনাটির নিক হ্যাগল্যান্ডের শট রুখে দেন। বেঞ্জামিন ক্রেমাশি এসে গোল করে ৫৪ ব্যবধানে মায়ামির জয় নিশ্চিত করেন। দলের হয়ে প্রথম শটটি নিয়েছিলেন মেসি, গোল করেছেন তিনি।

ওয়ার্নারকেই ওপেনিংয়ে

চান গিলক্রিস্ট

স্টাফ রিপোর্টার : নিউজ সারাদিন : গত মার্চে ভারতের মাটিতে তিন ম্যাচের ওয়ানডে সিরিজ ২-১ ব্যবধানে জিতেছিল অস্ট্রেলিয়া। কনুইয়ের চোটে প্রথম দুই ম্যাচে খেলতে পারেননি ডেভিড ওয়ার্নার। এই সুযোগে ওপেনিংয়ে নেমে তিন ম্যাচে দুই ফিফটিতে ১৯৪ রান করে সিরিজসেরা হন মিচেল মার্শ। তৃতীয় ওয়ানডেতে ওয়ার্নার ফিরলেও তাকে খেলানো হয় চার নম্বরে। এবার বিশ্বকাপ যেহেতু ভারতের মাটিতেই, তাই মার্শকেই ওপেনিংয়ে রাখার কথা চিন্তা করতেও পারেন অজি নির্বাচকরা।

তবে অস্ট্রেলিয়ার কিংবদন্তি উইকেটকিপার-ব্যাটার অ্যাডাম গিলক্রিস্ট মনে করেন, বিশ্বকাপে অবশ্যই ওয়ার্নারকে ওপেনিংয়ে খেলানো উচিত। বিশ্বকাপ জয়ী এই অস্ট্রেলিয়ানের মতে, হেডের সঙ্গে ওয়ার্নারকে ইনিংস শুরু করতে পাঠানো নিয়ে কোনো সন্দেহ থাকা উচিত নয় টিম ম্যানেজমেন্টের।

'যদি ওয়ার্নারকে না খেলান এবং ওপেন না করান, তাহলে তাকে আপনি দলে নেবেন না। যৌক্তিকভাবেই বিশ্বকাপ দলে আছে সে এবং থাকবে একাদশেও। সে একজন বিশ্বকাপ জয়ী ক্রিকেটার। আমার মনে হয়, (বিশ্বকাপে) ভালো করার জন্য তার জ্ঞান ও ভারতে খেলার অভিজ্ঞতা অস্ট্রেলিয়ার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হবে।'

■ স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক, মুদ্রক মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ■ সম্পাদক মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১ ■ মুখ্য সম্পাদক : ড. রতন কুমার বাড়ৈ
■ Printed, Published, Owned by MRITYUNJOY SARDAR and Published at 19D, Jamir Lane, Kolkata -700019 ■ Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR